বিচ্ছেদ

জয়নাল আফসার

বাবা তো ছিল ভূমিহীন সরল কৃষক
ছেলের চেয়ে প্রিয় ছিল হালের বলদ,
ভেজা মাটির মতোন নরম ছিল বুক
যেন দুধের শয্যায় ঘুমিয়ে থাকা চাঁদ।

বধূর চেয়ে বাসতো ভালো ফসলী মাঠ
শিশুর মিষ্টি হাসির চেয়ে ধানের শীষ
লাঙলের ফলা যেন প্রেয়সীর ললাট
যেখানে চুমিয়ে পেতো ফসলের সুবাস।

গভীর মমতায় মাঠে বুনে দিতো বীজ
বুকে তাঁর জেগে থাকতো তৃষ্ণার তিতির
হাড়ে চেয়ে দামী চিল বুনে দেয়া বীজ
যেন ভূখা শিশুর লুকিয়ে রাখা খাবার।

ধানের দুধ দেখে নাচে-রে-নাচে পরান!
সন্তানের চাইতে ফসলে প্রার্থনা তাঁর
রোদেলা আকাশে চেয়ে কেঁদে উঠতো প্রাণ
সন্তান তো নহে গো! ফসল চাই আমার।

সেই কৃষকের ছেলে আমি শহরে শুচি
ফসল আর মাঠে আমার তীব্র অরুচি।

শূন্যতার ঘরে

মারুফ রায়হান

শূন্যতার ঘরে পুণ্যার্থী ক'জন বুকে বাঁধে আশা
শূন্য থেকে কার না সূচনা? এই চিরায়ত ভাষা
দিব্যি ভুলে যারা নিভে যায় হতাশায় হাহাকারে
তাদের প্রয়াণ কেন আজ আমাকে উদ্বেল করে?

আমি কি দেখিনি উড়োজাহাজের মতো দ্রুতবেগে
ছোটাদের শিল্পাঙ্গনে ভূপাতিত করুণ আসন
আমি কি দেখিনি মঞ্চে শব্দযন্ত্র ছিঁড়ে-ছুঁড়ে যারা
বিস্ফারিত-তাদের নিভন্ত মুখ, মৌননির্বাসন

পর্দায় যাদের মুখ অহরহ দেখে যেতে হচ্ছে
তাদের প্রকৃত রূপ চেনে নাই কালের দর্পণ?
কাগজে কাগজে যারা প্রকাশিত প্রবল দ্রুতিতে
তারা সব দ্যুতিহীন, ভেসে যাক কৃত্রিম স্তুতিতে

সাধনায় মেলে প্রাপ্য নান্দনিক প্রকৃত অর্জন
বৃষ্টি নাও হতে পারে যত শুনি মেঘের গর্জন।